মহান মে দিবস ১৯৯৬

শ্রমিক–মালিক সুসম্পর্কই উৎপাদনের পূর্বশর্ত

শ্রম পরিদপ্তর • শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

The Daily Star | Special Supplement | May 3, 1996

বাণী

মহান মে দিবস মেহনতি মানুষের জন্য এক ঐতিহ্যবাহী দিন। এ দিনে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মেহনতি মানুষের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করছি এবং তাঁদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজ থেকে এক শত দশ বছর পূর্বে এ দিনে যে সব শ্রমজীবী মানুষ তাঁদের মৌলিক অধিকার আদায়ের দাবীতে আমেরিকার শিকাগো শহরে আত্মদান করেছিলেন– তাঁদের স্মৃতির প্রতি জানাই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা।

আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নে সকল পেশার জনগণের সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছেন। তাঁদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আর এ জন্য শিল্পবিকাশ এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক জোরদার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা অপরিহার্য।

"শ্রমিক পণ্য নয়"–এই চিরসত্যে বিশ্বাসী হয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রমজীবী মানুষ এবং সর্বস্তরের জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর সে জন্যই শ্রমমান উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন কনভেনশনের মধ্যে বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ৩১টি গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে। এসব অনুসমর্থিত কনভেনশনের ভিত্তিতেই শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার সংরক্ষণ ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে প্রণীত হয়েছে বিভিন্ন শ্রম আইন।

দেশের শ্রমব্যবস্থায় বাংলাদেশ সরকার ত্রিপক্ষীয়তায় বিশ্বাসী। শ্রমিক সমাজের স্বার্থ রক্ষা এবং প্রচলিত শ্রম আইন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে।

মহান মে দিবসের আদর্শকে সামনে রেখে সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কল-কারখানায় উত্তরোত্তর উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারলে এ দিবস উদ্‌যাপনের লক্ষ্য সত্যিকারভাবে অর্জিত হবে। দেশের শ্রমজীবী মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আরো সচেতনতা সৃষ্টি, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতার মনোভাব নিয়ে শ্রম ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য একযোগে কাজ করাই হোক এবারের মে দিবসের অঙ্গীকার।

শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উত্তরোত্তর উন্নয়ন ও সর্বস্তরে সামাজিক ন্যায়বোধ বৃদ্ধির প্রত্যয় নিয়ে এবারের মে দিবস উদ্‌যাপন সফল ও সার্থক হোক– এই কামনা করি।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গতিশীল উৎপাদনের লক্ষ্যে সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্কের ভূমিকা

মোখলেসুর রহমান
সভাপতি, সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন

একথা সকলে স্বীকার করেন যে উৎপাদনের জন্য শিল্পে অব্যাহত শান্তি, উন্নত কর্ম পরিবেশ, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, উৎপাদনের জন্য প্রাপ্ত সম্পদ সমূহের যথার্থ ব্যবহারের পরিকল্পনা ইত্যাদির সংগে সংগে সুষ্ঠু শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। বাংলাদেশের মত শিল্পে অনুন্নত দেশে সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্কের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়। অর্থনীতির বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের শিল্পসমূহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শিল্প ও শিল্পজাত পণ্যের সঙ্গে এক অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার স্বার্থেই আমাদের দেশের শিল্প ও পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অবাধ বাণিজ্য নীতিতে আমদানী-রপ্তানী পণ্যের গুণগত মান উৎপাদন ও সরবরাহ খরচ তথা এর মূল্য সূচকের উপর নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় গতিশীল উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে আমাদের দেশের শিল্প ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন ক্ষমতা ও গুণগত মান উন্নয়ন করতে হবে। এজন্য সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক গড়ে তোলা একটি আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। দক্ষ ব্যবস্থাপনা, উন্নত প্রযুক্তি, শ্রমের মর্যাদা, শ্রমিক-মালিক সহযোগিতামূলক কাজের পরিবেশ ছাড়া গতিশীল উৎপাদন ব্যবস্থা আশা করা যায় না।

একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমাদের দেশে উৎপাদনের জন্য আবশ্যকীয় যথার্থ শিল্প সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় নাই। এখানে দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব রয়েছে। সৎ শিল্প উদ্যোক্তার অভাব রয়েছে। শিল্প কল-কারখানা গড়ে তুলে দেশকে শিল্পায়িত করার লক্ষ্যে যে ধরনের দেশপ্রেম জাত "ঝাঁপিয়ে পড়া সুলভ" উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল– তা আমাদের দেশে হয় নাই। বিভিন্ন সময়ে শিল্প নীতি উদার করা হয়েছে, ব্যাংক ঋণ ও কর ব্যবস্থার রেয়াত চালু করা হয়েছে–তথাপি প্রত্যাশা অনুযায়ী শিল্প গড়ে তোলা যায় নাই। ব্যাংক ঋণ দেওয়া হয়েছে, কর সুবিধাও কেউ কেউ পেয়েছেন, কিন্তু লাভজনক শিল্প গড়ে তোলা হয় নাই। ব্যাংক ঋণ লোপাট করা এবং অন্যান্য সরকারী সুবিধা আদায় করে রাতারাতি কোটিপতি বনে যাওয়ার প্রবণতা শিল্পায়নে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। শিল্প ঋণের নামে ঋণের অপব্যবহার এদেশে ঋণ খেলাপী কালচারের জন্ম দিয়েছে। বিগত দুই দশকে এদেশে প্রত্যাশিত দেশীয় শিল্প গড়ে উঠে নাই। বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণও আশাব্যাঞ্জক নয়। ফলে শিল্পায়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় নাই। বরং বিগত কয়েক দশকে এখানে যে সকল শিল্প সফলভাবে গড়ে উঠেছিল–সেগুলো ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ পাট শিল্প বর্তমানে ধ্বংসের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে এখানে অধিকাংশ শিল্পই অলাভজনক কিংবা রুগ্ন শিল্পে পরিণত হয়েছে।

এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, শিল্পের এহেন অবস্থার জন্য ঢালাওভাবে শ্রমিক কিংবা ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে দায়ী করা একটি রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্কের জন্য একদিকে যেমন মালিক বা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তেমনি শ্রমিক বা ট্রেড ইউনিয়নেরও সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বলতে শিল্প উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত সকল পক্ষের যুক্তিসংগত, আইন সম্মত ও দায়িত্বশীল ভূমিকাকেই বোঝায়। একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক শ্রমিক কাজের প্রতি ও আইনের প্রতি যথার্থ সম্মান দেখায় না, শ্রমিক সংগঠনের প্রশ্রয়ে কিছু সংখ্যক শ্রমিক উৎপাদনের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখে না। অনেক সময় ব্যক্তি স্বার্থে নিজের ও ইউনিয়নের প্রভাবকে ব্যবহার করে। তবে এই ধরনের ঘটনা বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার আলোকে তুলনামূলকভাবে খুবই কম বলা যায়। তবে অনেক মালিকও আছেন নিজ স্বার্থে যারা শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক অস্থিতিশীল করার জন্য গোপনে ইন্ধন যোগান।

আমাদের দেশে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের অবনতির ক্ষেত্রে মালিকের অযৌক্তিক ও বেআইনী কর্মকান্ডকে তেমন একটা দায়ী করা হয় না। আমাদের এখানে এমন এক শিল্প-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যেখানে শিল্প বিরোধ তৈরী হলে, উৎপাদন ব্যাহত হবার মতো ঘটনা ঘটলে কেবলমাত্র শ্রমিক, শ্রমিক ইউনিয়ন অথবা শ্রমিক নেতাদেরকেই দায়ী করা হয়। এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করা না গেলে সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক গড়ে উঠবে না। আমাদের দেশে এমন অনেক কল-কারখানা আছে যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার কোন সুযোগই দেওয়া হয় না। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে অনেক মালিক উৎপাদনের অন্তরায় বিবেচনা করেন। এই মানসিকতা বদলানো প্রয়োজন।

আমাদের দেশের শ্রমিক কর্মচারীরা আইএলও কনভেনশনে প্রদত্ত বহু সংখ্যক শ্রম ও মানবাধিকার হতে বঞ্চিত। এখানে কাজের পরিবেশ উন্নত করার কিংবা যথার্থ পারিশ্রমিক প্রদানের উদ্যোগ নিতে চান এমন মালিকের সংখ্যা কম পাওয়া যাবে। শ্রমের প্রতি, শ্রমিকের প্রতি, শ্রম আইনের প্রতি, শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতি এক শ্রেণীর মালিক ও সরকারী কর্মচারীর দৃষ্টিভঙ্গী খুবই নেতিবাচক।

এর প্রভাব উৎপাদনে পড়বেই। মালিকের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে শ্রমিকের ব্যবহারের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক তথা শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হলে একে অন্যকে শ্রদ্ধা করার মানসিকতা অর্জন করতে হবে। আমাদের দেশে এটা এখনো অনুপস্থিত। এতদ্ব্যতীত ট্রেড ইউনিয়নগুলি রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসাবে কাজ করার প্রচলিত ধারা চালু থাকায় শিল্প সম্পর্কের বিষয়টি একেবারে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। তবে নির্দলীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন জোরদার করা গেলে এই পরিস্থিতির উন্নতি হবে–এটা আশা করা যায়।

পরিশেষে একটা কথা সকলকে বলতে চাই, অবাধ বাণিজ্যনীতি ও বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের শিল্প রক্ষা, শিল্পের প্রসার ঘটানো, উৎপাদন বৃদ্ধি কিংবা পণ্যের মান উন্নয়নের জন্য শ্রমিক-মালিক, শ্রমিক ইউনিয়ন, মালিকপক্ষ এবং সরকারকে যৌথভাবে কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। দেশের স্বার্থে গতিশীল উৎপাদন কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্যতম প্রধান শর্ত হিসাবে সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজে অবিলম্বে হাত দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

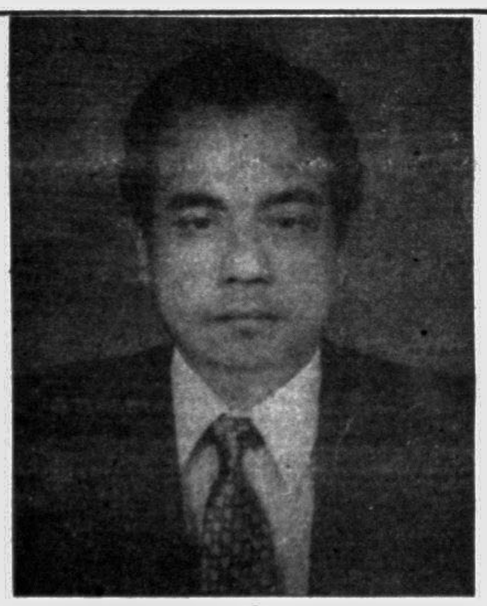

বাণী

ঐতিহাসিক গুরুত্ব মন্ডিত একটি দিন– মে দিবস। আজ থেকে একশত দশ বৎসর পূর্বে এ দিনে যেসব শ্রমজীবী মানুষ তাঁদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মাহুতি দিয়েছিলেন– প্রতি বৎসরের ন্যায় আজ আবারও তাঁদের শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি। এদিনে মেহনতি শ্রমিকেরা আমেরিকার শিকাগো শহরে আত্মত্যাগের মাধ্যমে বিশ্বের শ্রমিক সমাজের জন্য ঐক্যের যে বন্ধন ও অধিকার সৃষ্টি করেছিলেন তা পৃথিবীর সকল শ্রমজীবী মানুষের জন্য এক চিরন্তন অনুপ্রেরণা। এ মহান মে দিবসে আমি দেশের শ্রমজীবী মানুষকে জানাই অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা।

গণতান্ত্রিক অধিকার সংহত করার জন্য এবং শ্রমিক সম্প্রদায়কে একটি সুখী জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মে দিবসের মূল বাণী ও প্রেরণাকে দ্রুত কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করার প্রয়োজন রয়েছে। এ আদর্শকে সামনে রেখে অন্যান্য বছরের মত এবারও সমগ্র বাংলাদেশে মে দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শিল্প সম্পর্কের উন্নতি অপরিহার্য, আর এ শিল্প সম্পর্কের উন্নতির জন্য মালিক-শ্রমিক সম্প্রীতি একটি মৌলিক শর্ত। সরকার বিশ্বাস করে যে, শিল্প সম্পর্কীয় সমস্যা উভয় পক্ষের আলাপ-আলোচনার দ্বারা নিরসন সম্ভব। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান এবং সহযোগিতার মাধ্যমে শিল্প বিরোধের আপোষ নিষ্পত্তি সম্ভব। এই সম্প্রীতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য সরকার নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমরা আই, এল, ও কর্তৃক প্রণীত ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতার নীতিতে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করি। তাছাড়া শ্রমিক আন্দোলন জোরদার ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের আন্তর্জাতিক শ্রমমান বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যুগোপযোগী করে আরও শক্তিশালী করতে হবে। কারণ বাংলাদেশে শ্রমিকের দক্ষতা ও কলাকৌশল অন্যান্য দেশের শ্রমিকের চেয়ে নীচে। আমাদের শ্রমিকদের আয় ও কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে যদি আন্তরিকভাবে শ্রমনীতি বাস্তবায়নে আমরা গতিশীল ভূমিকা পালন করি। বাংলাদেশে মহিলা শ্রমিকরা উত্তরোত্তর শ্রম বাজারে প্রবেশ করছে। মহিলা শ্রমিকদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে তারা দেশের উৎপাদন-শীলতায় অধিকতর অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো ছাড়া শ্রমিকদের আর্থ সামাজিক কল্যাণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাড়ানো সম্ভব নয়। আর একমাত্র সমন্বিত কর্মসূচীর মাধ্যমেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। এ ব্যাপারে শ্রমিক সমাজ, তাঁদের নেতৃবৃন্দ ও সংগঠন এবং কর্মসংস্থানকারীদের অবশ্যই গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। আমি আন্তরিকভাবে আশা করছি, সরকার, ব্যবস্থাপনা ও সদা উদ্দীপ্ত শ্রম শক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই শ্রমিক কল্যাণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে। আর এখানেই মহান মে দিবসের সফল উদ্‌যাপন নিহিত রয়েছে।

পরিশেষে, আমি জেনে অত্যন্ত খুশী হয়েছি যে, শ্রম পরিদপ্তর মহান মে দিবস '৯৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি ক্রোড়পত্র ও একটি বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করছে। আমি এ মহৎ প্রয়াসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

মোঃ মাহে আলম
সচিব
শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'মে দিবস' একটি ঐতিহাসিক ও অত্যন্ত তাৎপর্য মন্ডিত দিন। এটি শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিজয়ের দিন এ মে দিবস। মহান এ দিবসে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সেসব কালজয়ী শ্রমিকদের যাঁরা নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার। তাঁদের এ ত্যাগ মহান। আত্মত্যাগের মাধ্যমে তাঁরা শুধু শ্রমিক সমাজকেই গৌরবান্বিত করেন নি, গৌরবান্বিত করেছেন বিশ্ব মানবতাকে।

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শ্রমিক শ্রেণীর গণতান্ত্রিক অধিকার সুসংহত ও তাঁদের স্বার্থ রক্ষার অংগীকার ব্যক্ত করে প্রতি বছরই বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারী পর্যায়েও এ দিবসটি ব্যাপক কর্মসূচীর মাধ্যমে পালিত হয়ে আসছে। মহান এ দিনে আমি বাংলাদেশের সকল মেহনতি মানুষের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি। তাঁদের জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্যান্য সকল দেশপ্রেমিক মানুষের সাথে শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা ও আত্মত্যাগের ইতিহাস মহিমা মন্ডিত। স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশ গঠনের প্রক্রিয়ায় ও শ্রমজীবী মানুষের অবদান অপরিসীম। আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষের গভীর দেশপ্রেম, অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার কারণেই দেশে আজ শিল্পায়নের গতি ও পরিবেশ সঞ্চারিত হয়েছে। জাতীয় জীবনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে আশানুরূপ পরিবর্তন ও অগ্রগতি সূচিত হচ্ছে। আর এ ক্ষেত্রে মহান মে দিবস ঐতিহাসিকভাবে প্রেরণা যুগিয়ে আসছে বলে আমাদের বিশ্বাস। বাংলাদেশ সরকার তার সীমিত সম্পদ ও নানাবিধ সীমাবদ্ধতার মধ্যে ও বিশেষ গুরুত্ব সহকারে শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও তাদের অবস্থার সার্বিক উন্নয়নকল্পে নিয়মিতভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, দেশের অব্যাহত অগ্রগতির জন্য শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন, কলেকারখানায় শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা অপরিহার্য্য। দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে আমাদের সকলের অবদান যেন গঠনমূলক হয় এবং অব্যাহত থাকে-এটাই হোক আজকের এ মহান দিনে আমাদের সকলের অঙ্গীকার।

মহান মে দিবস উদ্‌যাপন সফল হউক- এ কামনা করি।

ডঃ নাজমা চৌধুরী
উপদেষ্টা
শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহাকালের স্রোতধারায় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো শহরে কয়েকজন শ্রমজীবী মানুষ আত্মাহুতি দিয়ে শ্রম আন্দোলনের ইতিহাসের যে একটি স্বর্ণখচিত অধ্যায় যোগ করে গিয়েছেন তাদের সেই মহৎ ত্যাগের প্রতি সম্মান ও সংহতি প্রকাশের জন্য পৃথিবীর লক্ষ কোটি শ্রমজীবী মানুষ ১লা মে দিনটিকে প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপন করে থাকেন। সেদিনের আত্মত্যাগের মহিমা মহাকালের মহীসোপান বেয়ে বেয়ে একবিংশ শতাব্দীর দ্বার প্রান্তে এসে পৌঁছেছে আজ। তাদের রক্তে বপন করা বিপ্লবের সেদিনের সেই বৃক্ষটি আজ ফুলে ফলে সুশোভিত। আজ সারা বিশ্বে শ্রম আন্দোলন চলমান ও বিরাজমান। শ্রমজীবী মানুষ মে দিবসের উদ্দীপনায় অনুপ্রাণীত হয়ে আজ তাদের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার।

শ্রমজীবী মানুষের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠায়, বর্জুয়া শ্রেণীর শোষণের হাত থেকে শ্রমিককে রক্ষা করতে এবং তাদের ন্যায্য অধিকার ও প্রাপ্যতা নির্ধারনে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এগিয়ে এসেছে এবং নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্য দেশ

হিসেবে যোগ দিয়েছে অনেক আগেই। বাংলাদেশ সরকার বিশ্বাস করে দেশের দ্রুত শিল্পায়ন মালিক শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়নের মাধ্যমে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু পরিবেশ অটুট রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্ভব। সরকার বিষয়টির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে। সে জন্য সরকার এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ৩১টি কনভেনশনের অনুসমর্থন করেছে এবং এসব কনভেনশনের অনুসরণে দেশে শিল্প উন্নয়ন তথা শিল্প বিপ্লবের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া দেশে শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াসে শিল্প প্রতিষ্ঠানও কলে কারখানায় মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক বজায় রাখতে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কারণ, ইহাই উৎপাদন বৃদ্ধির পূর্বশর্ত। এতদ উদ্দেশ্যে সরকার দেশের প্রচলিত শ্রম আইন যুগপোযোগী করে তোলার সার্বিক পদক্ষেপ ইতোমধ্যেই গ্রহণ করেছে। গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবে রূপ নিলে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কলে কারখানায় মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক মধুর ও সুসংহত হবে। ফলে মালিক-শ্রমিক উভয়ই উপকৃত হবেন এবং বিলম্বে হলেও দেশ তথা শ্রমজীবী মানবগোষ্ঠী হবেন লাভবান, দেশ হবে উন্নত। এমনি করেই আমরা শ্রদ্ধা জানাব সেই শ্রমিকদের যারা একশত দশ বছর পূর্বে শিকাগোতে তৎকালীন ও আগামী দিনের শ্রমজীবী মানুষের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন।

শ্রমজীবী মানুষের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার দিবস ১লা মে। তাদের সেই কাংখিত স্বাধীকার প্রতিষ্ঠা সুসংহত হোক এবং বিশ্বের লক্ষ কোটি শ্রমজীবী মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তাদের শ্লোগান উচ্চারণ করে আমরাও একাত্মতা ঘোষণা করি। মহান মে দিবসের পবিত্রতা অক্ষুণ্ন থাকুক –এ কামনা করি।

মোল্লা গোলাম সারওয়ার
শ্রম পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ON THE GREAT OCCASION OF
"MAY DAY"
BEST WISHES FROM NBL

National Bank the first private bank
fully owned by Bangladeshi entrepreneurs
came into business in 1983.
NBL has grown to become Bangladesh's major
private sector bank
with a network of 61 branches across the country
and joint ventures in the Middle East and Nepal
and Correspondents all over the world.
Our total assets now exceed Taka 24 billion.
This achievement was due to
prudent judgement, commitment and banking skill.
We believe banking is a mission to achieve the
common goal of the client and the Bank.
It's also about building for the future,
keeping assets secure for the coming generations.

Share the success of a bank that looks into the future.

National Bank Limited
A Bank for performance with potential
Head Office : 18, Dilkusha C/A, Dhaka-1000, Bangladesh, Phone : 9563081-5
Fax : 880-2-9563953, Telex : 642791 NBL HO BJ